শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 Certified

পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক

সুপ্রিয় সম্মানিত গ্রাহক,

১। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভাল আছেন। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে ৩০ বছরে পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৪ লক্ষ। বর্তমান সরকারের আমলে ১০ বছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২ কোটি ৭২ লক্ষ। তখন আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের সক্ষমতা ছিল মাত্র ২০০০ মেঘাওয়াট। আজ আমরা পল্লী অঞ্চলে প্রতিনিয়ত সরবরাহ করছি ৭০০০ মেঘাওয়াট। ৪৬১টি উপজেলার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৪০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয়েছে। কেবলমাত্র ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১২১টি উপজেলা আগামী জুন মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হবে বলে আশা করছি। তখন পল্লী বিদ্যুৎ এলাকার শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে।

২। ঘরে ঘরে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হলেও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহে আমাদের কিছুটা সমস্যা রয়েছে। এ লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কারিগরী সমস্যা ইত্যাদি কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। এতে কোন কোন সময় আপনাদের কিছুটা ভোগান্তি হচ্ছে। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে দালালদের দৌরাত্ব রয়েছে। পল্লী অঞ্চলের গ্রাহকদের দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ হয়রানিমুক্ত সরবরাহের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রকল্প গ্রহন, অর্থ প্রদানসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সার্বিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে "শেখ হাসিনার উদ্যোগ - ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের মহান নেতা স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "সোনার বাংলা" বিনির্মান দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। আজ গ্রাম বাংলার সর্বত্র উন্নয়নের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে দৃশ্যমান হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। এ লক্ষ্যে সর্বত্র বিদ্যুতের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

৩। জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে "মুজিব বর্ষ" (১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১) পালিত হবে। এ বর্ষকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করার জন্য আমরা "মুজিব বর্ষ - পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ" হিসেবে পালন করবো। এ এক বছর আমরা পল্লী অঞ্চলের আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের নিকট গিয়ে "উঠান বৈঠক" করব। এ বৈঠকের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সমস্যা সরাসরি আপনাদের মুখ থেকে শুনে দ্রুততম সময়েই সমাধান করব। "উঠান বৈঠকে" নিম্মের বিষয়সমূহ আলোচনা করা যেতে পারে:

(ক) গ্রাহক হয়রানি নির্মুল ও দালাল প্রতিরোধের মাধ্যমে উত্তম গ্রাহক সেবা প্রদান;

(খ) নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ;

(গ) "রাইট-অফ-ওয়ে" বাস্তবায়ন;

(ঘ) পরিমিত বিদ্যুৎ ব্যবহার; নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ; অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার/ বিদ্যুৎ চুরি/পার্শ্ব সংযোগ হ্রাসকরণ;

(ঙ) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ।

৪। আমি বিশ্বাস করি " পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠকের" মাধ্যমে আপনাদের সমস্যাবলী জানার আমাদের সুযোগ সৃষ্টি হবে। হয়রানিমুক্তভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে আপনাদের বিজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবো। তাই "পল্লী বিদ্যুতের উঠান বৈঠক" কে ফলপ্রসূ ও সার্থক করার জন্য আমি আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। বিষয়টি সকলকে অবহিত করুন এবং অন্যদেরকে নিয়ে "উঠান বৈঠকে" যোগদান করুন। আমার পত্রটি পাঠ করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাল থাকুন। আল্লাহ্ হাফেজ।

মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড